আবু সালেহ্

পল্টনের ছড়া

পল্টনের ছড়া

আবু সালেহ

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১১৮১

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৭৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ রফিকুন নবী
মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
মূল্য ঃ ৫০.০০

PALTANER CHHARA
[A Collection of Political Rhymes]
By Abu Saleh
Second Edition : February 1987
Cover Design : Rafiqun Nabi
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh
Price : Taka 50.00

পল্টনের সংগ্রামী জনতা

রচনাকাল ঃ ১৯৭২–৭৪
কয়েকটি লেখা ১৯৬৯-এর

দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, আজাদ, সংবাদ, জনপদ, জনমত, ইত্তেহাদ, চরমপত্র, গণকণ্ঠ, হক-কথা এবং বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকীতে প্রকাশিত।

'পল্টনের ছড়া' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সনের জানুয়ারিতে, এক অস্থির সময়ে। দু' একটি বাদে এর সকল ছড়ার রচনাকাল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল। তৎকালীন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লিখিত ছড়াগুলো নিয়ে প্রকাশিত 'পল্টনের ছড়া' বাজারজাতের ব্যাপারে বিভিন্ন বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তবু বইটি সমাজ-সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

দীর্ঘ বারো বছর পর 'পল্টনের ছড়া'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। যেহেতু সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আজও অপরিবর্তিত, দুঃশাসনের অবসান আজও ঘটেনি সেহেতু ১৯৮৭ সালেও 'পল্টনের ছড়া'র পাঠকপ্রিয়তা আগের মতোই অক্ষুণ্ন রয়েছে।

১.

ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা!
যার পিছনে জানটা দিলাম যার পিছনে রক্ত
সেই রক্তের বদল দেখো বাঁচাই কেমন শক্ত!
ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার মরার স্বাধীনতা!
বাঁচতে চেয়ে খুন হয়েছি বুলেট শুধু খেলাম
উঠতে এবং বসতে ঠুঁকি দাদার পায়ে সেলাম!
ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার আজব স্বাধীনতা!

২.
নারী
হত্যা। শিশু হত্যা
মানুষ হত্যার
ডাক।

চাষী
হত্যা। শ্রমিক হত্যার
রাইফেল করে
তাক।

বলা
সংকট। চলা বন্ধুর
বন্ধ যে
প্রতিবাদ।

চলে
হত্যা। প্রতিদিন চলে
চলে হত্যা
নির্বিবাদ।

হাঁকে
মন্ত্র। গণতন্ত্র
গণতন্ত্রের
রাজা।

চলে
হত্যা। তবু প্রভুটির
ঢাক–নাকাড়াই
বাজা!

৩.
'সহ্য করা হইবে নাকো'
এলান ছড়ায় চেলা
সোনার মানুষ হত্যা করা
আজকে ওদের খেলা!
আজববাদীর কান্ড দেখো
সাজায় লাঠি হাতে
ভাতের বদল রক্ত ঝরায়
না খাওয়াদের পাতে।
রক্ত ঝরায় যখন তখন
হুমকি দেখায় মেলা
সোনার মানুষ হত্যা করা
আজকে ওদের খেলা!

৪.
এই দেশে কী মানুষ থাকে
মানুষ থাকে না রে
নইলে হুলো চোখের 'পরে
লেজটা কেমন নাড়ে!
লেজ নাড়ছে বাগিয়ে গোঁফ
ওঁৎ পেতেছে ধরতে টোপ
টোপ ধরেছে ওই—
ছাড়িয়ে আনার সাহস কোথায়
তেমন মানুষ কই!

৫.
হিল্লী বিল্লি দিল্লী ভান্ড
ঘটিয়ে দিল যে আজব কান্ড
আজব কান্ড বলাও দায়
আইন রেখেছে সবার পায়!

শিকল বেঁধেছে ঝুলিয়ে রশি
ভুলের অংক ভুলই কষি
ভুল কষেছি অংক—
হিল্লী বিল্লি দিল্লী রাণী
বাজিয়ে চলে শঙ্খ!

৬.

সোনার মাঠে ঢুকছে শুঁয়োর
কে তাড়াবে তাকে
যা'র বানালাম মাঠের মোড়ল
সেই তো শুঁয়োর ডাকে।
শুয়োর ডাকে শকুন ডাকে
ডাকছে আরো বাঘ
সেই কথাটা বলতে গেলে
মোড়ল দেখায় রাগ!

শুনুন ওগো বুদ্ধু মোড়ল
সামনে বিপদ বড়ো
না তাড়ালে শুয়োর বাথান
আসন থেকে সরো!

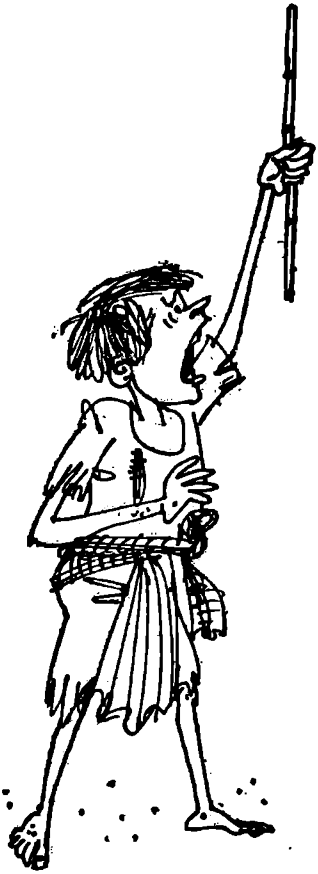

৭.

কৌশলে যা চাপিয়ে দিলো
ইন্দ্রি রানী কান্ধে
জয় চেলারা আজববাদী
সেই নাকসী বান্ধে
চাপিয়ে দিলো ইন্দ্রি রানী
আজব নীতির তন্ত্র
আহম্মকের স্বর্গে বসে
হুক্কা ছাড়ে মন্ত্র।
হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া

আজববাদী শেয়ালে
আঙুর খাবার মিথ্যে আশায়
পদ্য ছড়ায় দেয়ালে
দেয়াল বড়ো শক্ত দাদু
কুলোর মতো কর্ণ
এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দেবে
আজব বাদীর বর্ণ!

৮.

বুঝে সুঝেই দম ছাড়বেন
দম যাচ্ছে দম দম
দমের গোড়ায় হাড় হাভাতি
ডলার বাজে ঝমঝম
কোন ঘাটের যে জলটা এসে
নদীর মুখে মিললি
রুবল আসে পাখনা মেলে
সফর ক'রে দিল্লী!

৯.

এই শহরের এত্তো গাড়ি কার?
জবাব চেলেই মুখটা করেন ভার!
আমার বাপের, আমার মায়ের,
আমার বোনের, আমার ভায়ের,
কামার, কুমার তাঁতী, জেলের
কৃষক, শ্রমিক, রাখার ছেলের
রক্তে গড়া ওই যে মোটর, কার?
জবাব চেলেই মুখটা করেন ভার!

মাথার বদল, পিঠের বদল,
হাড়ের বদল, ঘাড়ের বদল,
জানের বদল, মানের বদল,
ঘামের বদল, রক্তে বদল আর
জবাব চেলেই মুখটা করেন ভার!

আর নয়তো বাক্য চারণ
করছি হাতে অস্ত্র ধারণ
মানবো না আর কারোর তাড়ন
হাজার বারণ, পটকাবাজি আর
জবাব আমি নিজেই দেবো তার।

১০.

ছিলেন যারা তল্পীবাহক কৃষ্ণ দশকের
ছিলেন যারা পাখনা পেখম বন্য মশকের
ছিলেন যারা বুলেট হাতে টিয়ার গ্যাসের লোক
আজকে দেখি তারাই শেষে গিলছে সুখের ঢোঁক!

পরিস্থিতি দেখছি যেমন ঘটবে জনস্ফীতি
বাংলাদেশে আসছে হেঁকে রক্ত ঝরার তীথি।
কে ঠেকাবে কে থামাবে আন্দোলনের চাপ
ঘরের চালা ভেঙ্গে গেছে মাথায় রোদের তাপ
কারোর পূজার ফুল তোলেনি বাংলাদেশের লোক
সবার মনেই লেপটে আছে ভায়ের মরার শোক।

১১.

নুন আনতে পান্তা সারা
চাল আনতে শ্বাস–
সমস্যা আর সমস্যাতে
কাটছে বারো মাস।
ছনগুলো সব উধাও হলো
শূন্য ঘরের চালা
শূন্য হাড়ি শূন্য পাতিল
বাড়ছে ক্ষুধার জ্বালা
হাট বাজারে জ্বলছে আগুন
পার হয় না দিন
'কের ভিতর কান্না জমে
বাতাস ফোঁটায় পিন ;

নুন আনতে পান্তা সারা
চাল জুটবে কবে
সমস্যা আর সমস্যাটা
আর কি লাঘব হবে!
ভাবতে বসে চমকে উঠি
উঠছে মেজাজ তেড়ে
বিক্ষোভটা যাচ্ছে যেনো
যাচ্ছে ক্রমেই বেড়ে।

১২.

এই শহরের মানুষগুলো
মানুষ তো নয় নেংটি হুলো
কুকুর শিয়াল বাঘের পিসী
ঘুরছে তারা দিবানিশি।

এই শহরের মস্তবাড়ি
বাড়ি তো নয় মদের হাড়ি
তালের তাড়ি, ঢেকুর চুকো–
বাড়ির সবাই মাতাল মুখো।

এই শহরের ঘুপচি গলি
গলিতে দেয় মানুষ বলি
রাস্তা ঘাটে দারুণ ভয়
শহর ঢাকায় বিপর্যয়।

১৩.

খবরদারির চমক দেখি
দেখছি ইটের বর্ষণ
নেতায় নেতায় ঘটায় এখন
মাথায় মাথায় ঘর্ষণ
বেবাক মানুষ ভাবতে বসে
গড় গড়িয়ে হুক্কো–
এদিক বিপদ ওদিক বিপদ

নেতার মেজাজ রুক্ষ।
নেতার মেজাজ যায় না বুঝা
সামলে চলো ঝক্কি
নইলে কখন ফরসা হবে
জান পরানের পক্ষী।

১৪.

ঘরের ছেলে বাইরে গেছে
বাইরে দারুণ ভয়
ও ছেলে তুই করলি কিরে
চাপলো বিপর্যয়!
চাপলো এসে ঘাড়ের পরে
হাজার ভূতের ছা
সিংহ এলো দুলিয়ে কেশর
ব্যঘ্র করে হা—

কুমীর আসে সাগর থেকে
আকাশ থেকে চিল
পাড়ার ছেলে দল পাকিয়ে
মারছে ঘরে ঢিল।
শুনলি না তুই শুনলি নারে
শুনলি না যে মানা
ঘরের ছেলে বাইরে গেছিস
তাই যে এতো হানা!

১৫.

সংবিধানের বিধান বড়ো
ঘন্ট কচুর ঝোল
ও—ননদী দিসনে আমায়
বাবার পাতেই তোল।
বাবার পাতে তেঁতুল আছে
সেই তেঁতুলের টকে—
পুষিয়ে নেবে ঘণ্ট কচু
সংবিধানের ছকে!

১৬.
নিজের জমি পরের হাতে
বন্ধকী দেয় সে
বন্ধকী দিস কিসের লোভে
ছাই কপালী রে!
ছাই কপালী ছাই কপালী
বুলেট দেগেছে
সবাই বলে তার কপালে
আগুন লেগেছে!

১৭.
বেশী কথার নেইতো সময়।
সারতে হবে 'লান্সটা'—
ভাগ্যে যদি যায় মিলেরে
মস্তো বড়ো চান্সটা!
সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি
মামা ছিলেন যুদ্ধে
সেই নামেতে আমার তো ভাই
সুযোগ আছে উর্ধ্বে!
কে বলেছে বদর ছিলাম
বলতে সাহস কার
আমি তো ভাই কাজের কাজী
নইতো রাজাকার।

মুচকি হেসে বন্ধু বলে
সঠিক বটে ঠিক—
তোমার মতই যোদ্ধা এখন
ঘুরছে চতুর্দিক!
না হয় ছিলে বদর দলে
কিংবা রাজাকারে
মামার নামের সুযোগ তোমার
কে ঠেকাতে পারে?

১৮.

মৌজে আছেন গোঁফ উঁচিয়ে
সুখের হেলান ঠেস—
মদের বাটি সামনে আছে
হোকগে উজাড় দেশ।
চামচা কিছু থাকলে সাথে
পরোয়া কিসের তার
নেশার ঘোরে দেশ দরদী
কাটায় চমৎকার!
দেশের কথা ভাববে কী ছাই
চক্ষু বড়ো বড়ো
এই ইদানীং জুটলো যারা
চিড়িয়া এমন তরো।
গোঁফ উঁচিয়ে তারাই দেখো
দিচ্ছে কেমন তা’
কেষ্ট বলে আর কটা দিন
সুখের তামুক খা।

১৯.

ধৈর্য বলো সহ্য বলো
যাচ্ছে সবই ছাড়িয়ে
চোখের পরে মরছে মানুষ
যাচ্ছে মানুষ হারিয়ে।
মারছে যারা আজকে তাদের
দিতেই হবে তাড়িয়ে
কৃষক আসো শ্রমিক আসো
কঠিন দু’হাত বাড়িয়ে।

২০.

কেষ্টারে কেষ্টা
রসাতলে নেয় গেলি দেশটা!
দেশ ছিলো সোনালী
ধান খেতে ঘাসলতা বোনালি!

২১.
নিচ্ছে এবং খাচ্ছে কে?
কড় ক'ড়ে নোট পাচ্ছে কে?
লক্ষ তিরিশ লাশের উপর
দুলিয়ে কোমর নাচছে কে?

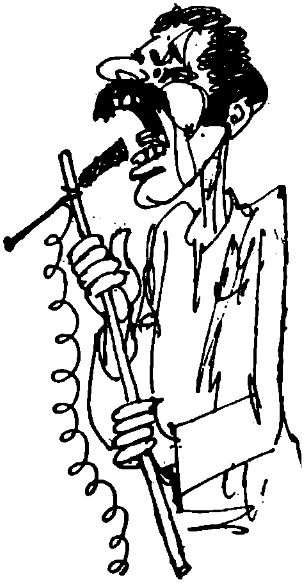

২২.
রাজনীতি করে গাড়ি কামালেন!
রসাতলে দেশ টেনে নামালেন!
শান্তির পায়রাটা থামালেন!
সাত কোটি ভাগ্যটা ঘামালেন!

২৩.
ধানের ক্ষেতে একটি পাখি রোজ
করতে আসে খাবার কিছুর খোঁজ।
খাবার পেলে পেখম তুলে নাচে
সবুজ শ্যামল হিজল জিয়ল গাছে।
দেখতে এমন লাগবে সবার ভাই
বলবে হেসে রূপটি এমন নাই।

একটি মানুষ দেখতে এরূপ এসে
হঠাৎ কেন ফেল্লো অমন হেসে
হয়তো মনে ভাবলো এমন ভাই
কেমন করে ওই পাখিটি পাই।

লোভের জ্বালা সয়না কারোর রোখ
পাখির দিকে পড়লো লোভের চোক
মারলো ছুঁড়ে একটি মাটির ঢেলা
অমনি পাখির ফুরিয়ে গেল খেলা!

পরের দিনেই পাখিরা সব এসে
বল্লো জুটে, মারছে এমন কে সে—
আমরা কারোর কইনা কিছু তাও
মারছো কেনো আজকে জবাব দাও।

বল্লো মানুষ, এমনি কি আর দোষ
ভীষণ মজা পাখির নরম গোশ!
বল্লো পাখি, এই কী তোমার কথা
আমরা নেবো ছিনিয়ে স্বাধীনতা।

২৪.

যেন তিনি সাক্ষাৎ যম
কেড়ে নিন নিশ্বাস দম
তবু দম টিকে আছে থাকবে
মশালের আলো জ্বেলে রাখবে।

২৫.

আমার বাবা ভাবছেন
সুখের নায়ে চাপছেন
ওরে সুখের নাওরে
বাতাস বুঝে বাওরে!

২৬.

পিতলা ঘুঘুর শাসনে আর
পিতলা ঘুঘুর ভাষণে
দাঁড় কাকেরা ডিম পাড়লো
চান্দি সোনার আসনে!

২৭.

আসল কথা গোড়ার
দিন এসেছে চোরার
চোরার গলা মোটা
ভাগ্যে সিঁদুর ফোটা!

২৮.

অমুন বেটার কপাল নড়ে–নড়ুক
ছিটিয়ে থাকা পয়সা ধরে–ধরুক
আজব কথা লিখছে লেখে–লিখুক
ধামা ধরার কায়দা শেখে–শিখুক
আহম্মকের স্বর্গে নাচে–নাচুক
মরার আগে কয়েক পলক–বাঁচুক!

২৯.

ঘুরতে মানা ওই ব্যাটাদের সঙ্গে পিছু
করতে হবে হ্যস্ত ন্যস্ত একটা কিছু।
শক্ত মুঠোয় হাতুড় শাবল ধরতে হবে
ওই ব্যাটাদের সুখের দালান ভাংতে হবে।
ভাংতে হবে প্রাসাদগুলো ঘায়ে ঘাতে
হাতুর শাবল ধরতে হবে শক্ত হাতে।

৩০.

নচ্ছারদের পাল্লা দেখে
স্বয়ং ডরান আল্লা
যার মাথাতে ঘাটতি ঘিলু
সেইতো দেশের মাল্লা
আল্লা ভাবেন, লে হালুয়া
আরশ হলো বন্ধ
সাতটা আকাশ পেরিয়ে আসে
আজববাদী গন্ধ!

৩১.

স্বর্গে যখন উঠেই গেছেন
রশির মোহ ছাড়ুন
একটু বুঝে একটু সুঝে
নতুন আদেশ ঝাড়ুন।
নইলে বাপু কম্মকাবার
ঘটবে কী যে ঘটবে আবার
উল্টে যাবে দাবার ঘুঁটি
হাতটা যতই নাড়ুন!

৩২.

তার সাথে কথা বলা যায় না
বল্লেও শুনতে সে পায় না
বেঁচে থাকি তাও মোটে চায় না।
তাই ধরি বর্শা
করে দিতে ফর্সা
মিছিলের সৈনিক জোট বেঁধে আয়না।

৩৩.

শুনতে পেলাম লোকের মুখে নারিন্দায়
একটি মানুষ নেশায় ব'সে বারিন্দায়
রকম রকম সুর তুলছে সারিন্দায়।
সেই সে সুরের লহরে
রাজধানী এই শহরে
লক্ষ মানুষ ফেলছে থু থু যা' নিন্দায়!

৩৪.

মন গিয়েছে তেপান্তরে
আর ফেরে না নিজের ঘরে
নিজকে ছেড়ে অন্য দেশ
মন বুঝেছে ভালই বেশ!

৩৫.

পথ চলতে ছিঁড়লো জুতো
খেলাম জোরে এয়সা গুঁতো
খেলাম গুঁতো পথের পর
কেষ্ট বলে কোমর ধর!

৩৬.

কথা বেশ কাটা কাটা
হাতে আছে শলা ঝাঁটা
শলা ঝাঁটা ঝাড়লো
দুর্ভিক্ষে মারলো!

৩৭.

শিকর ছেঁড়া দাগের পা
ছিঁড়লো তবু থাকলো ঘা
ঘা শুকোতে ওষুধ দে
সাতকোটি লোক মরবে যে!

৩৮.

গাধার হলো বুদ্ধি এবং
ছাগল পেলো হুঁশ
হুঁশ হারিয়ে মানুষগুলো
মারছে দেখো ঢুঁশ
গরুর হলো শিক্ষা আরও
ভেড়ার হলো জ্ঞান
ভবিষ্যতে থাকবে যারা
শুনবে উপাখ্যান!

৩৯.

আমরা সবাই জ্বী হুজুরের দল
যোগাই শুধু ডাব্‌বা হুকোর নল
শর্ষে তেলের টানছি ঘানি
পরের ধামাই ধরতে জানি!

৪০.

কোন কোন সময়ে আমরা
হয়ে যাই আলবোলা দামড়া
ঘাড় পেতে দেই ঠিক জোয়ালে
প্রতিবাদে জোর নেই চোয়ালে!

৪১.

আমরা রুগী ক্ষয় কাশের
যুদ্ধকালীন নয় মাসের
দ্বন্দ্ব–দ্বিধায় ভুগছি
পরের হুকোই ফুঁকছি!

৪২.

পৌরসভা বেবাক বধির
বিজ্ঞানীরা ফেল
আরতো মশা মানছে নারে
এই মশারির জেল।
কানের কাছে নাকের কাছে
সকল খানেই মশা
মশার দেশে হায় আমাদের
ঘটবে কী যে দশা!

৪৩.

বস্তিগুলো উধাও হবার পর
বিপদ আরো চাপলো ভয়ংকর
রাজত্বটা মশার হলো শুরু
হায় আমাদের চামড়া নাকি পুরু!

৪৪.

দাদার জামা রঙ্গে পাকা—টেকসই
হাওয়ায় চলেন ভাবেন একা—একশই
ব্যাংকে থাকে অনেক টাকা
মনটা তবু ভীষণ ফাঁকা
মরণ হলেও করেন নাতো—চেকসই!

৪৫.

‘হাই থেকে হাইজাক’
রাজা থেকে রাজাকার
কাচারীও আদালত
বলো দেবে সাজা কার।
ছেলেগুলো হাই হাই
অফিসার আমলার
পুলিসের বুক কাঁপে
ফল নেই মামলার

রাজা রাজা পিসতুতো
রাজাকার মুক্তি
হয়ে গেল সামনেই
খোলাখুলি চুক্তি!

৪৬.

বাপ বেটাতে গন্ডগোল
কম পড়েছে মুরগী ঝোল
অশান্তিতে ভিতর বাড়ী
উঠছে ভ'রে ভাংছে হাড়ি।
বউ বলছে স্বামীর দোষ
সে খেয়েছে রানের গোশ
রেগে মেগে স্বামীর মাথা
আবোল তাবোল বল্লো যা–তা
বেটায় বলে, শুনুন বাপ
বাড়বে যে ফের রক্ত চাপ
রক্ত চাপে ভাংবে শরীর
চাপবে খেয়াল গলায় দড়ির।

৪৭.

রাজার রাজা তস্য রাজা
মশর রাজার মরণ
ভিয়েতনামে পাখনা গেলো
কম্বোডিয়ায় চরণ।
লাউসে গেলো নাকটা খেতে
হাতটা গেলো হ্যানয় যেতে
সেই পাজীকে বাংলাদেশে
করবো নারে বরণ।

৪৮.

'সাকসেসফুল অস্ত্রোপচার'
'আনসাকসেস' রাশা
গুছিয়ে নেয়া অফিস ঘরে...
ভীমরুলদের বাসা।

বিচ্ছু আছে পিঁপড়ে আছে
ইঁদুর নাড়ায় গোঁফ
হায়রে কপাল বুশ বহরের
ব্যর্থ হলো টোপ!

মিসর গিয়েও 'আনসাকসেস'
কী ঘটছে সব
ভাওতাবাজির বিরুদ্ধে ওই
উঠছে কলরব।
চাকতি মজার বুবল গুলোর
চতুর্দিকে জং
আর ঘোরেনা ইচ্ছে মতো
দেখিয়ে দিতে ঢং।

৪৯.

আমরা তো নই কারোর দাসী–বান্দী
শোনরে ওলো ভারত মাতা–গান্ধী।
শোনরে ওহে শ্যাম চাচাজান কর্ণে
পিতলা ঘুঘু যতই সাজান স্বর্ণে
সব কিছু তোর ছিঁড়বো লড়াই বাধলে
চলার পথে একটু বাধা সাধলে।

৫০.

কী ভেবেছেন আপনারা
আর দেবেন না সাপ নাড়া
সাপের ছোবল পড়লে গায়
সখের আসন টিকাই দায়!

৫১.

খুব নিকটেই কাছাকাছি
থামবে হুলোর নাচানাচি
নাচ থামবে থামবে নাচ
উপড়ে যাবে শ্যাওড়া গাছ।

৫২.

পারবি নে তো কইলি ক্যান
কেনই বা ক'স হেনোন ত্যান
দূর হয়ে যা সামনে থেকে
আর করিসনে ঘেনোর ঘ্যান।

৫৩.

ছেলের বড়ো মেজাজ খারাপ
সব কিছুতে তছনছ
উঠলে ঘাড়ে দেখেন বাবা
ঘাড় করছে মচ–মচ।
ছেলের বড়ো মেজাজ খারাপ
বাজায় ছোঁরা ঝন্‌ঝন্‌
দস্যি ছেলের মেজাজ খারাপ
গতিক ঝ'ড়ো শন্‌শন্‌।
ছেলের বড়ো মেজাজ খারাপ
ভাংবে সকল অন্যায়
'ভেসতো' পেসাদ ভাসিয়ে দেবে
রক্ত জোয়ার বন্যায়।

৫৪.

মজুর চাষীর রক্ত দিয়ে
ভাসলো সোনার বঙ্গা
হারামজাদার কান্ড দেখো
দেখায় কতো রঙ্গা।
বাগিয়ে আছি ঘুষ–কিল
ঘটিয়ে দেবো মুশকিল
ন্যায্য দাবী করতে আদায়
চালিয়ে যাবো জঙ্গা।

৫৫.

যে দেখাবে আঙুল উঁচিয়ে
তার শান্তি দেবই ঘুঁচিয়ে
ঘুঁচিয়ে দেবো সব
সকল কলরব।

৫৬.
বাংলাদেশের পুতুল রাজা
তোর সামনে কঠিন সাজা
কঠিন সাজা জীবন দণ্ড
শাহী কুরছী লণ্ডভণ্ড।

৫৭.
হাত কড়া ছিঁড়ে ফেলো বন্দী
শোষকের সাথে নেই সন্ধি
যুদ্ধের ময়দান সামনেই
কাম নেই আপসের কাম নেই।

৫৮.
এবার নিয়েছি শক্ত ঝক্কি
ঠ্যাঙ্গাবো দেশের আজব রক্ষী
করবো খতম বিদেশ সৈন্য
দেশকে স্বাধীন করার জন্য।

৫৯.
যেখানে পারবি মারবি ধরবি
নইলে নিজেই অকালে মরবি
মারবি সকল দানব রক্ষী
হোক না যতই শক্ত ঝক্কি।

৬০.
ফষ্টি নষ্টি বাদ দে
শক্ত মুঠোয় হাত দে
দাবীর ভাষা চেঁচিয়ে বলুক
হারামজাদা ভাত দে।

৬১.
ও—দরদী কালুর বাপ
ঘাড়ের উপর হাজার পাপ
দপ দপানি জাহান্নাম
বাঁচলে ছাড়ো মামার নাম।

৬২.

ছেলে পালায় না মেয়ে পালায় না
দস্যু ঢুকছে দেশে
ছেলে পালায় না মেয়ে পালায় না
তাদের রুখছে হেসে।
দস্যু লুটছে খাদ্য বস্ত্র
দস্যু লুটছে ধান
ছেলেরা ডাকছে মেয়েরা ডাকছে
তাদের আঘাত হান
হালটে হালটে রাখার দস্যি
সজাগ রেখেছে লাঠি
ছেলে পালায় না মেয়ে পালায় না
গড়েছে শক্ত ঘাঁটি।

৬৩.

নাকের ভিতর ঢুকিয়ে শলা
বের করাবো হেঁচচো–
কোন স্বজনের তালুক নিয়ে
হাট বাজারে বেচছো?
কোন 'রূপসীর' প্রেমিক তুমি
ঘৃণ্য কুকুর ছাও
লালিয়ে জিভে গরীব লোকের
রক্ত চুষে খাও?
সব কিছুরই শেষ হয়েছে
এবার শোনো ওহে
রক্তে রাঙা এদেশ কারোর
বাবার তালুক নহে।

৬৪.

তবু নাকি থাকবে সে গদিতে
বুক ঠুকে দুধে ভাতে মিষ্টি ও দধিতে!
হায় রাজা মহারাজা মহাজন ধিক্
জনতারা তোর গদি উল্টিয়ে দিক!

৬৫.

আটকে গেছেন তাই
তাতান মেজাজটাই
যে মেজাজের ধার ধারে না
সাত কোটি লোক ভাই।
অবুঝ তবু হন
করতে নাকি রণ!
রণে দেবেন ভংগ
ছাড়তে হবে বংগ।

৬৬.

কোত্থেকে তুই আসলি
এই সকালে ভাসলি
ভাসলি সুখের সকালে
মারতে মানুষ অকালে!

৬৭.

পাঁচ আঙুলে বড়শী এঁটে
জাপটে ধ'রে নাক
খাবলে নিয়ে মাংস কিছু
বলবো সুখে থাক।
নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা
সাংগ ক'রে দিয়ে
করবো দখল ভাতের থালা
সঙ্গো মিছিল নিয়ে।

৬৮.

গরু পিটলে হয় না ঘোড়া
ঘোড়া পিটলে গাধা
গাধা পিটলে হয় না মানুষ
যতই বলুন দাদা!

৬৯.

আপনি হুজুর যতই ক্ষেপুন
যতই ক'সে ঘা'-দিন
আমরা তবু হাসবো এবং
নাচবো তাধিন তা-ধিন।
তলিয়ে মাথা ভাবতে শিখুন
পাওনা কড়ির হিসেব লিখুন
হন হুঁশিয়ার! হাতটি গুটান
আস্তে পথে পা-দিন
জানেন নাকি আমরা এবার
দেশ করবো স্বা-ধীন?

৭০.

যাইনি রে যাই নি
কেউ ম'রে যাইনি
বেঁচে আছি থাকবো
মিছিলটা ডাকবো।

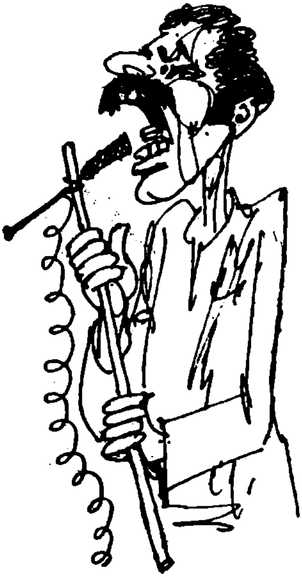

৭১.

ভয় ভয় ভয় নেই
আমাদের ক্ষয় নেই
হবো না তো নির্মূল
বিপ্লব নির্ভুল।

৭২.

আসছে বারের একুশ যেন ফাল্গুনের হয় আট
শোষণ ছাড়া দেশ যেন হয় শস্য শ্যামল মাঠ
শস্য শ্যামল মাঠ যেন পাই শোষণ ছাড়া দেশ
দুঃখ ব্যথা কান্নাকাটির সব যেন হয় শেষ
মনটা খুলে হাসতে পারি গাইতে পারি গান
বন্ধ যেন দেখতে পারি সর্বনাশা বান
খাজনা আদায় হয় না যেন চাবুম মেরে গায়
হয় না যেন শিকল বাঁধা হস্ত এবং পায়
হয় না যেন চাবুক মারা সর্বহারার পর
পড়লে চাবুক উঠবে আবার ভীষণ বেগে ঝড়।

৭৩.

একটাই কাজ হোক সকলের
চাল ডাল আটা রুটি দখলের
ফায়ারিং রাইফেল তাক–কর
যুদ্ধ যে শুরু দে স্বাক্ষর।

৭৪.

নাই যদি পাস চাকরি
কম্মো দিলাম আনবি কিছু লাকড়ি
জ্বালিয়ে দিবি ভেসতো পেসাদ
ছিনিয়ে নিবি লাল টুকটুক
বেগম সাবের মাকড়ি।
নাই যদি পাস চাকরি
কম্মো দিলাম জ্বালিয়ে দিবি
খাদ্য আহার ছিনিয়ে নিবি
কিন্তু তবু ধরবি নাতো
কারোর চরণ আকড়ি
নাইবা পেলাম চাকরি।

৭৫.

বাপরে বাপ এদেশ যেনো লংকা
ঘরের ভিতর মনের ভিতর শংকা।
বাপরে বাপ কান্ড যেনো হায়রে
সাধের পরান এই বুঝি যাহ্, যায়রে!
বাপরে বাপ কী ভুতুরে মূর্তি
মানুষ খেয়ে করতে থাকে ফুর্তি!
রাক্ষুসীরা নামলো জুটে সদরে
যেমন করে মানুষ খেতো বদরে।
বাপরে বাপ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো
কেমন করে দস্যুগুলোর তাড়াবো ?
বাপেরও তো বাপ রয়েছে বাপরে
এক নিমেষে হতেই হবে সাফরে!

৭৬.

দর্জিদের পোয়াবারো
ভিড় বড়ো ওখানে
ভিড় বড়ো দেখা যায়
খদ্দর দোকানে।
আরও ভিড় দেখা যায়

নেতাদের বাড়িতে
আঙ্গিনাটা ভ'রে যায়
লাল–নীল গাড়িতে।
ভিড় আরও দেখা যায়
তিন তলা দালানে
পোয়াবারো হবে তারা
যত চোরাচালানে।
পারমিট লাইসেন্স
পায় বিনা কষ্টে
হাসি তাই ধরে না যে
দালানের ওষ্ঠে!
সবখানে ভিড় আজ
ভিড় শুধু বাড়ছে
আমাদের ঘর থেকে
সম্পদ কাড়ছে।

৭৭.
আক্কেলী দাঁত তার ওঠেনি
চক্ষুও ভাল করে ফোটেনি
সেই শিশু ফাল মারে লংগ্–এ
আমাদের ঘুনে ধরা বংগে!

৭৮.
গরু ছাগল ভেড়ার পাল
তারাও মারে জোরসে ফাল
ফাল মারছে ভেড়ার ছা
এমন কে সে বুঝবে তা!

৭৯.

আর কতোকাল থাকবে দেশে বন্যা
কর্তা আমার পষ্ট কথা কননা।
বছর বছর মরছে মানুষ
তাওযে ছাড়েন রঙীন ফানুস
তিড়িং বিড়িং নেচেই চলেন
একটু যে থির রন না।

বানের জলে ভাসছে সবি
সোনার দেশের করুণ ছবি
এসব দেখে একটু সিধেই হন না
কর্তা আমার পষ্ট কথা কননা।

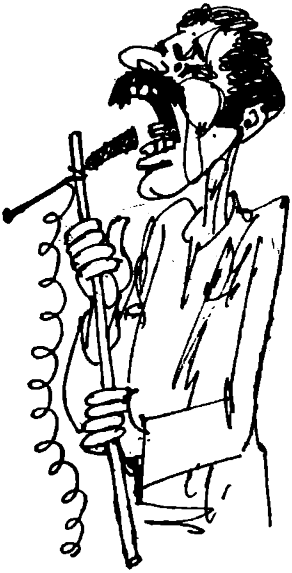

এখানে আর ওখানে
রঙীন মদের দোকানে
জোরসে লাগাও হামলা
মিটুক মাতাল ঝামলা।

৮১.

দিন ফুরালে সন্ধ্যা নামে নামুক
হঠাৎ করে পাওটা থামে থামুক
বলবো নাতো আসল কথা
আর কটাদিন নীরবতা
দিন ফুরালে সন্ধ্যা নামে
সকাল হবে ফের
সেই আলোতে ভাসবো আবার
খবর তোমাদের।

৮২.

কিন্তু যদি ভাতটা আমার না জোটে
সবার মুখে মধুর হাসি না ফোটে?
কিন্তু তখন লে–হালুয়া ধাক্কা
ঘুরবে আবার ঘূর্ণিপাকের চাক্কা।

৮৩.

ন্যায্য দাবী করতে আদায়
মারছে যারা টিটকিরি
বিষ মাখিয়ে কণ্ঠে তাদের
চালিয়ে দেবো ফিটকিরি।

চলতে পথে দিচ্ছে বাধা
এমন যারা উল্লুক
লাঠির ঘায়ে তাড়িয়ে দেবো
ছাড়িয়ে দেবো মুল্লুক।

গরীব লোকের দিকে যাদের
দিষ্টি পড়ে আড়চোখা
চক্ষু তাদের উপড়ে নিয়ে
ছিঁটিয়ে দেবো ছারপোকা।

৮৪.

দেশ গেলো গোল্লায়
নেতারা কী ভাবছে
ঘাড়ে যেনো বড়ো এক
ভূত–টুত চাপছে
এর সাথে ওর চলে
খামাখাই যুদ্ধ
যার ফল ভোগ করে
গোটা দেশ শুদ্ধ।
এর মুখে তার শুনি

যতো সব কিচ্ছা
পিছনে যে কাজ করে
কী জানি কী ইচ্ছা!
লোক মরে তবু এই
ভূত যেন ছাড়ে না
দুর্দিনে তারা কেনো
আগে এসে বাড়ে না
পল্টনে লাফালাফি
বিবৃতি হরদম
‘ত্যাগ’ আর ‘বিপ্লবে’
অফিসটা সরগ’ম!
কোন যুগে কতো হাত
লাফাতে যে পারতেন
‘সেইদিন’ ফিরে গেলে
কিছু ক’রে ছাড়তেন
এই নিয়ে গবেষণা
এই নিয়ে ব্যস্ত
দেখে নিন মোড়লীটা
তার হাতে ন্যস্ত!
আমরাও হয়ে চলি
দিনে দিনে দামড়া
নিশ্চুপে পেতে দেই
শরীরের চামড়া।

কবে এসে কোন নেতা
দিয়ে যাবে মুক্তি
এই নিয়ে গবেষণা
বের করি যুক্তি!

অথচ যে আমরাই
পারি কিছু ঘটাতে
সাহস ও সত্যের

বিপ্লবী ছটাতে।
দেশ গেলো গোল্লায়
সারা দেশ জ্বলছে
যুবকেরা এক হও
পল্টন বলছে।

৮৫.

বাগিয়ে নিয়ে চেয়ারখানা
জাত শুয়োরের ছা
বলছে আবার তাতেও নাকি
প্রাণটা ভরে না!
রক্ত খেলো মুন্ডু খেলো
গিললো সবই পেটে
তাতেও নাকি পেট ভরেনা
যাচ্ছে জিভে চেটে!
এমন ধরন রাক্ষুসীদের
দেশটা দেখে ভাই
হাতুড় শাবল তাক করেছি
মারবো জোরে ঘাই।

৮৬.

চোর চোর চোর চুট্টারে
এবার থামা লুঠটারে
সাত কোটি লোক বাগিয়ে আছি
শক্ত করে মুঠটারে।

৮৭.

ঝাণ্ডা ওড়ে রক্ত মাখা
ঝনন্ ঝনন্ বেড়ী
সেই বেড়ীটা ছিড়তে ওগো
আর বেশি নেই দেরি।
ঝাণ্ডা ওড়ে রক্ত মাখা
শনন শনন ঝড়
কোথায় দেরী চূর্ণ হবার
সোফায় ভরা ঘর।
ঝাণ্ডা ওড়ে বিশ্ব জুড়ে
রক্ত মাখা লাল
ছিঁড়বে বেড়ী ছিঁড়বে শিকল
ছিঁড়বে সকল জাল।
ঝাণ্ডা ওড়ে রক্ত মাখা
বিশ্বে ওঠে ঝড়
ঝড়ের সাথে আজ মিতালী
হাতুর শাবল ধর।

৮৮.

কামড়াচ্ছে ভাই চামড়ায়
অধৈর্যেরা যে কামড়ায়
কামড়াচ্ছে যে রক্তে
মারতে হবে শক্ত আঘাত
হিটলারদের তখতে।

৮৯.

আইন আইন কোরছো কেনো
আইন রাখো বস্‌তায়
তোমার আইন গুদোম পচা
তাই দিয়েছো সসতায়।
তোমার মতো ব্যবসা ফেঁদে
অনেক মিয়াই হটলো কেঁদে
চিন্তা কোরে তারাও এখন
ভীষণ রকম পসতায়
আইন রাখো বসতায়।

৯০.

আইন আইন কোরছো কেনো
আইন রাখো বাক্‌সে
পড়বে শেষে বাঘের থাবা
কোরছে দেখো তাক্‌ সে
ফন্দী ফিকির যতই আঁটো
বাংলা থেকে টিকিট কাটো
আজকে দেখো মুখটা বাঘের
কোরছে কতো ফাঁক সে
আইন রাখো বসতায়।

৯১.

আইন আইন কোরছো কেনো
মানছে আইন কে
তোমার আইন দলবো পায়ে
করবে ফাইন কে?
গুল্লী বেনট? থুত্‌তুরি
থোরাই কেয়ার, ধুৎতুরি
বিচারপতি উল্টে রাখো
তোমার সাইন কে
মানছে আইন কে?

৯২.

থাপ্পড়টা কানের গোড়ায়
লাগিয়ে দিয়ে শক্ত
নাকের নথি থেৎলে দিয়ে
উল্টে দিয়ে তখতো
তবেই যদি একটা কিছু হয়
নইলে হবে ঘণ্টা কচু নইলে পরাজয়।
সহ্য বলো ধৈর্য্য বলো
শিরায় লাগে টান
হারামজাদার ব্যাপার দেখে
থির থাকে না জান।

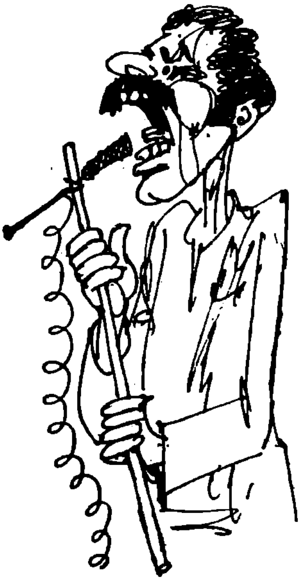

৯৩.

চুলোয় জ্বলুক নীতির কথা
আমরা এখোন বাধ্য
গুদোম ভেঙ্গে আনবো লুটে
প্রতিদিনের খাদ্য
লুটবো খাবার করবো দখল
করবো আরও ছিনতাই
ত্রাসে কাঁপুক মজুতদারের
সুখের মহা দিনটাই!

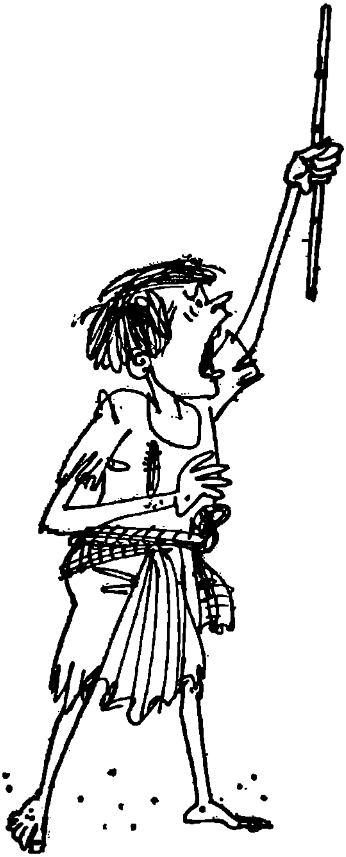

৯৪.

বাপের তালুক? যা ইচ্ছে তাই করবে ?
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
চাপিয়ে ডাকাত ধরবে ?
তা' হবে না তা'
সময় আছে রক্ষী দানব
ক্যাম্পে ফিরে যা।

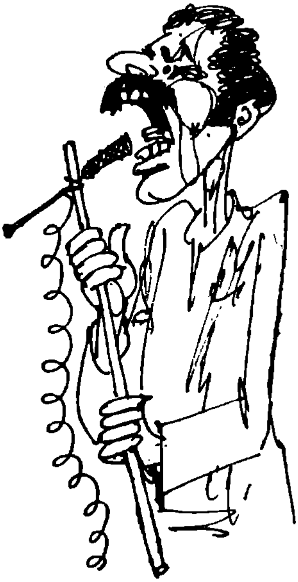

৯৫.

এতই সোজা মারবে ?
এতই সোজা তাড়বে ?
আমার হাতেও অস্ত্র আছে পারবে ?

আহম্মকের স্বর্গ খুলে
যাচ্ছে কেন অতীত ভুলে
এই জনতা তোমার মাথায়
উঁচিয়ে লাঠি ছাড়বে।

৯৬.

তিন তলাতে সোফার সেট
সেই সোফাতে চর্বি পেট
চর্বি পেটে ছুরির ঘা
দে লাগিয়ে কেষ্ট দা'।

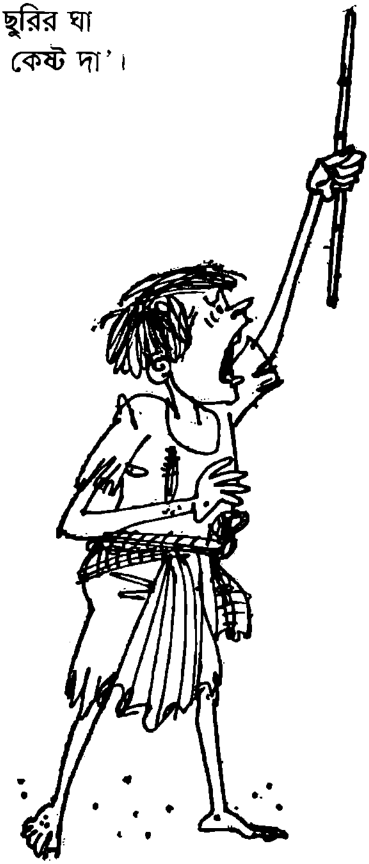

৯৭.

ও পথে বাঘ আছে রে বাঘ আছে
পারলে কিছু অস্ত্র তবে রাখ কাছে।
হোকনা শুরু সমুখ লড়াই
দেখবো যুঝে বাঘের বড়াই
বাঘের বড়াই ভাংতে হবে
দস্যি খোকা ভয় কী তবে।

৯৮.

পকেটে পকেট ঝনাৎ ঝনাৎ
মটরে যখন বেড়াও
সে সব সাহেব সামাল থেকো
মটর করবো ঘেরাও।
অফিসে দেখাও যতই মেজাজ
রক্ত চক্ষু লাল
সামনে আসছে সাহেব তোমার
অকাল মরণকাল।
দালানে রক্ষী যতই লাগাও
সামনে মরণ ওই
তোমার দিকে আজ আমাদের
টিপ টার্গেট সই।

৯৯.

দেখা যাক বাপজান
কতোদূর নামছেন
আর তিনি যেতে যেতে
কতোদূর থামছেন
যাক ভেসে বন্যায়
ঘর বাড়ী দেশটা
দেখা যাক কতো এর
পরিণতি শেষটা।
চাল, ডাল, তেল, নুন,
তরকারি বস্ত্র
ইত্যাদি ঘাটতির
বদলে যে অস্ত্র
তাই দিয়ে মারবার,
জঘন্য কায়দা
দেখা যাক বাপজান
পান যদি ফায়দা
ক্ষতি নেই, গড়ে নিন,
শাদ্দাদী স্বর্গ

আপনি ও আপনার
পরিষদ বর্গ!
লুটপাট, হাইজাক,
সন্ত্রাস রক্ষীর
গুম খুন হুলিয়ার
শ্যেন বাজ পক্ষীর
পাঁয়তারা, কতোদিন
চলবে ও চলবে
বুভূক্ষু জনতাকে
পায়ে পিষে দলবে?
সব কথা শেষ তাই
পল্টন বলছে
শাদ্দাদী স্বর্গের
উৎখাত চলছে।

১০০.

বাজলো
বারোটা
তেরোটায়
ঝুল
হিসেবের
অংকও
বিলকুল
ভুল
জনতার
চাপরোষ
দিন দিন
ওই
ঝুলাবেই
তেরোটায়
অ-বশ্যই!

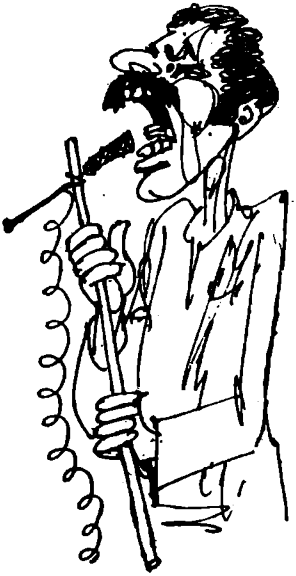

১০১.

ভালুক মরে ভূত হয়েছে ভূত
শুনেই রাজা বলেন কিনা ধুত!
মন্ত্রী বলেন সাচ্চা এসব সাচ্চা
ভালুক মরেই জন্ম নিলো খগোল ভূতের বাচ্চা।

বলেন রাজা, এবার তবে নিয়াস ছাড়ি স্বস্তির
ভূতের কথা শুনলে পরে হই যে আমি অস্থির!
মন্ত্রী হাসেন হো হো হো হো এমন কী আর অন্যায়
কালকে ভোরেই রাঙিয়ে দেবো রক্তলালের বন্যায়।
বলেন রাজা, সেটাই করো সুস্থে এবং আস্তে
নইলে দেখো আমরা সবাই পারবনা তো বাঁচতে।
মন্ত্রী বলেন, ঠিকসে হুজুর কর্ম হবে পাক্কা
ভালুক–ভূতের মারতে হলে ঘুরিয়ে দেবো চাক্কা
পণ করেছে মন্ত্রী–রাজা ভূতের সাথে লড়তে
পণ করেছে রক্ত নেবে পায় যদি তার ধরতে।
ভূতের সাথে লড়তে গিয়ে রাজাই হলেন “ভূ–ত”
আহা হা–হা সবাই শুনে বলছে কি–না ধু–ত!

১০২.

লাভের মানুষ লোভের মানুষ–হুম
ব্যবসা ছাড়ো নইলে হবে–গুম
ভুঁড়ির বাহার না কমালে–ধুম
এলেমজিটা পাড়িয়ে দেবে–ঘুম

১০৩.

দাম বাড়ালে চালের ডালের
দাম বাড়ালে নুনের
শাস্তি তোমায় দেবোই দেবো
লক্ষ মানুষ খুনের।
নিত্য জিনিস উধাও বাজার
করলে গুদাম জাত
পেটের নাড়ি ছিঁড়বো টেনে
মরবে অকস্মাৎ।
ব্যাকিং তোমার যতই থাকুক
ঘনায় মরণ ঘোর
হও হুঁশিয়ার চোর বাটপার
রে মুনাফাখোর।

১০৪.

রক্ষী তুমি যতই পাঠাও
রক্ষে পাবে না
এই জনতা তোমার পিছে
আর তো যাবে না।
যা দিয়েছো 'কঞ্চকলা'
তাতেই থাকো খুশী
আমরা এখন বাগিয়ে আছি
মুঠোয় পুরে ঘুষি

১০৫.

হাতিশালে হাতি ছিলো
ঘোড়াশালে ঘোড়া
আর ছিল ভাগ্যটা
অগ্নিতে পোড়া
ফাঁক পেয়ে হাতি গেলো
ঘোড়া দিল ছুট
চিতা বাঘ করে নিল
সব কিছু লুঠ।
ইদানীং বন্ধুর
মন বড় কালো
নিভে গেছে প্রাসাদের
সব ক'টি আলো!